সমগ্র বিশ্বে সাড়াজাগানো গ্রন্থ

আস-সুন্নাহ ওয়ামাকানাতুহা ফিত-তাশরিয়িল ইসলামি-এর অনুবাদ

সুন্নাহ ও প্রাচ্যবাদ

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল

ড. মুসতফা আস-সিবাঈ রাহিমাহুল্লাহ

(১৩৩৪–১৩৮৪ হিজরি)

(১৯১৫–১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ)

ভূমিকা

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

আহমাদ রিফআত

দাওরায়ে হাদিস, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া,

সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

সম্পাদক : ipaedia.org

সম্পাদনা

শাব্বীর মুহাম্মদ

লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

তৃতীয় ভ্রান্তির অপনোদন ৬৩
অধ্যাপক আহমাদ আমিনের দুটি ভুল ৬৫
অধ্যাপক সাহেব যেসব হাদিস জাল হওয়ার দাবি করেছেন ৬৭
১. দরজা বন্ধ করার হাদিস ৬৭
২. ফজিলত-সংক্রান্ত হাদিসসমূহ ৭০
৩. ইমাম আবু হানিফার হাদিসসমূহ ৭৩
হাদিসের ওপর বিশ্বাসে জনগণের সীমালঙ্ঘন ৭৫
৪. হিকমত ও উপদেশ সংক্রান্ত হাদিসসমূহ ৭৭
সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা ৮০
অধ্যাপক সাহেবের উপস্থাপিত তিনটি দলিল ৮৪
অধ্যাপক সাহেবের উপস্থাপিত তিনটি দলিলের জবাব ৮৬
জারাহ ও তাদিল সম্পর্কে আলিমগণের মতপার্থক্য ৯২
জারাহ-তাদিলের নীতিমালা সম্পর্কে *আলোচনা* ৯৪
হাদিসের সনদ ও মতন পরীক্ষার নিয়মকানুন ৯৯
প্রথমত: মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক গৃহীত হাদিস পরীক্ষার নীতিমালা ১০০
সুন্নাহকে দুদিক থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ১০১
১. সনদ (হাদিসের রাবিগণকে) পরীক্ষা ১০১
২. মতন সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনা ১০২
অধ্যাপক সাহেবের মতে হাদিস যাচাইকালে যেসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত ১০৪
মানদণ্ডের প্রয়োগক্ষেত্র ১১০
দ্বিতীয়ত: সহিহ বুখারিতে উদ্ধৃত হাদিসগুলো সম্পর্কে সমালোচনা ১১৬
এই হাদিসের ব্যাপারে গ্রন্থকারের অবস্থান ও তার স্বরূপ ১২২
খবরে ওয়াহেদের ওপর আমল ১৩৫
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কিত বিভিন্ন সংশয়-সন্দেহ ১৩৬
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনাচার ১৩৭
নাম ও ডাকনাম ১৩৭
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য ১৩৮
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি ১৩৮
জুহদ, তাকওয়া ও ইবাদত ১৪০
আবু হুরাইরার হিফজ ও স্মৃতিশক্তি ১৪৩
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়িন ও উলামাগণের প্রশংসা ১৪৬

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু যাঁদের থেকে রেওয়ায়াত করেছেন এবং তার থেকে যারা রেওয়ায়াত করেছেন ১৪৯
ফাজরুল ইসলাম গ্রন্থকারের আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর কিছু আপত্তি ও তার জবাব..... ১৫২
ড. আহমাদ আমিন সাহেবের সন্দেহের সার-সংক্ষেপ.....১৫৩
প্রথম সন্দেহ: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে কতক সাহাবির আপত্তি.....১৫৩
দ্বিতীয় সন্দেহ: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক হাদিস না লেখা ১৬০
তৃতীয় সন্দেহ: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু অশ্রুত রেওয়ায়াত বর্ণনা করতেন.....১৬৪
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে উত্থাপিত এ অভিযোগ সম্পর্কে আমরা দু দিক থেকে আলোচনা করতে চাই।.....১৬৫
চতুর্থ সন্দেহ: অধিক হাদিস বর্ণনার কারণে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি সাহাবাদের অস্বীকৃতি..... ১৭৪
ওপেন চ্যালেঞ্জ ১৮০
পঞ্চম সন্দেহ: হানাফিগণ কখনো কখনো আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস পরিত্যাগ করে থাকেন.....১৮২
ফাজরুল ইসলাম গ্রন্থকারের তিনটি বক্তব্য ও তার পর্যালোচনা..... ১৮৩
ষষ্ঠ সন্দেহ: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক অধিক হাদিস বর্ণনার কারণে হাদিস জালকারীরা সুবিধা ভোগ করত..... ১৮৮
ড. আহমাদ আমিনের কূটকৌশল.....১৯০
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে অধ্যাপক আবু রাইয়াহর সমালোচনা ও তার জবাব ১৯১
এবার আবু রাইয়ার আপত্তির জবাব শুনুন ১৯৫
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত দিক-নির্দেশনা ২৪৫
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর হাদিসসমূহ সম্পর্কে শায়খ আহমাদ শাকের রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য..... ২৫৪
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধীদের সম্পর্কে ইমাম ইবনু খুজাইমা রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য ২৫৬
আবু রাইয়া ও তার গ্রন্থ সম্পর্কে সারকথা ২৫৮

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ২৭২
কুরআনুল কারিমের সঙ্গে সুন্নাহর সম্পর্ক ২৭২
প্রথম আপত্তি ও তার জবাব..... ২৭৬
দ্বিতীয় আপত্তি ও তার জবাব..... ২৭৮
সুন্নাহ কি এককভাবে ইসলামি শরিয়তের উৎস হতে পারে? ২৭৯
সুন্নাহকে এককভাবে ইসলামি শরিয়তের উৎস দাবিকারীদের দলিল ২৮৫
সুন্নাহর স্বতন্ত্র প্রামাণ্যতা অস্বীকারকারীদের দলিল..... ২৮৯
সুন্নাহর স্বতন্ত্র প্রামাণ্যতা অস্বীকারকারীদের জবাবের সারকথা..... ২৯১
পার্থক্য শুধু শব্দগত..... ২৯২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৯৪
কুরআন যেভাবে সুন্নাহকে ধারণ করে..... ২৯৪
প্রথম পদ্ধতি..... ২৯৪
দ্বিতীয় পদ্ধতি..... ২৯৬
তৃতীয় পদ্ধতি..... ২৯৮
চতুর্থ পদ্ধতি ২৯৯
পঞ্চম পদ্ধতি..... ৩০৫
সুন্নাহ থেকে বর্ণিত কিস্‌সাসমূহ..... ৩০৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ..... ৩১০
কুরআন দ্বারা সুন্নাহর কোনো বিধান ও সুন্নাহ দ্বারা কুরআনের কোনো বিধান রহিত হওয়া সম্পর্কিত আলোচনা ৩১০
কুরআনে নসখ ৩১০
নসখ সম্পর্কে মতপার্থক্য বস্তুত দুটি বিষয়ে ৩১১
কুরআনের হুকুম দ্বারা সুন্নাহর বিধান মানসুখ হওয়া প্রসঙ্গ..... ৩১১
সুন্নাহ দ্বারা কুরআনের হুকুম মানসুখ হওয়া ৩১৪
শেষকথা ৩১৮

পরিশিষ্ট..... ৩১৯

০১. ইমাম আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ..... ৩২০

নাম ও বংশপরিচয় ৩৯৬
সুন্নাহ রক্ষার্থে ইমাম শাফেয়ির ভূমিকা ৩৯৭
শাফেয়ি মাজহাবের নীতিমালা ৩৯৯
০৪. ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ ৪০১
নাম ও বংশপরিচয় ৪০১
তাকওয়া ও খোদাভীতি ৪০১
হাম্বলি মাজহাবের নীতিমালা ৪০২

০৫. ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ ৪০৬

০৬. ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ ৪১১
নাম ও বংশপরিচয় ৪১১
সহিহ মুসলিমের চেয়ে *সহিহ বুখারির* শ্রেষ্ঠত্বের কারণসমূহ ৪১১
প্রথম কারণ ৪১১
দ্বিতীয় কারণ ৪১২
তৃতীয় কারণ ৪১২
চতুর্থ কারণ ৪১২
০৭. ইমাম নাসায়ি রাহিমাহুল্লাহ ও তার সুনান ৪১৫
০৮. ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ ও তার সুনান ৪১৬
০৯. ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ ও তার জামে ৪১৯
১০. ইমাম ইবনু মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ ও তার সুনান ৪২১
সুনানু ইবনি মাজাহ-এর স্তর ও মর্যাদা ৪২১

লেখকের প্রথম সংযুক্তি ৪২৩
এই শূন্যতা আমরা কীভাবে পূরণ করব? ৪২৩
লেখকের দ্বিতীয় সংযুক্তি ৪২৯
কিছুতেই না, হে আল্লাহর শত্রু! আমরা সত্য প্রকাশ করেই যাব ৪২৯
গ্রন্থপঞ্জি ৪৩৯

মুসলমান কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী হতবাক হতে বাধ্য)। কারণ, পৃথিবীর আদি হতে আজ পর্যন্ত আমরা এমনই দেখে আসছি যে, রাজা-বাদশাহ বা সম্রাটগণ তাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বহু আইন-কানুন প্রণয়ন করে থাকেন। (যুগে যুগে তারা) তাদের মহানুভবতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রকাশের জন্য কিছু করেছেন। এমনকি রাজা-বাদশাহগণ তাদের রাজ্য ও ইবাদতগাহের সংস্কার ও বিনির্মাণেও বহু নীতিমালা ও আইন-কানুনের প্রচলন করেছেন। রাজা-বাদশাহদের এ ধরনের বিধি-বিধান প্রচলন ও সংস্কারমূলক কাজের পক্ষে যেমন একদল মানুষ ছিল, তেমনই বিপক্ষেও ছিল। পক্ষ-বিপক্ষের রেষারেষি কিংবা দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও কারও মনে এ কথা উদিত হয়নি যে, রাজা-বাদশাহ বা শাসকগণ বিধি-বিধানের প্রচলন এবং বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপের দ্বারা দীনকে বা ধর্মকে খেলো বস্তুতে পরিণত করেছেন; অথবা দীনকে খেলো বস্তু বানানোর জন্য আলিমদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের দলিল বানিয়েছেন।

এ ধরনের কাজ ও পদক্ষেপ আজও হচ্ছে, যা আমরা দেখছি ও শুনছি। আমাদের পূর্বেও এমনটি হয়েছে। সাহাবাদের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত খলিফা ও রাজা-বাদশাহগণ এমন পদক্ষেপ নিয়ে এসেছেন। দেখুন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআনুল কারিমকে এক সহিফায় একত্র করেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষদের (ইমামের পেছনে বিশ রাকাআত) তারাবিহর জন্য একত্র করেছেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জুমুআর দিন মসজিদের বাইরে আজান দেওয়ার নিয়ম প্রচলন করেছেন। উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ মসজিদে নববিকে বর্ধিত করেছেন (কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো শত্রু বা মিত্র তাদের এসব কাজকে 'দীনের মধ্যে হস্তক্ষেপ' এবং 'দীন নিয়ে খেলা' আখ্যা দেননি।)

এমনইভাবে অনেক মুসলমান বাদশাহ ও নেতৃবৃন্দকে আমরা দেখছি, যারা মসজিদের সংস্কার, উন্নয়ন ও পরিবর্ধন করেছেন এবং সালাতে আসা-যাওয়ার প্রাক্কালে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তো সাহাবায়ে কেরাম ও মুসলিম বাদশাহদের এ ধরনের ব্যবস্থাপনা ও পদক্ষেপকে যখন 'দীনের মধ্যে হস্তক্ষেপ ও পরিবর্ধন' বলে সাব্যস্ত করা হয় না এবং দীন থেকে বিমুখতার দলিল বলা হয় না, তাহলে কেন আমিরে মুআবিয়া কর্তৃক মিম্বরের সিঁড়ির পরিবর্ধন ও ছোট কক্ষ তৈরিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয় যে, তিনি বা উমাইয়া শাসকগণ দীনি জীবনব্যবস্থার পরিবর্তন করেছেন?!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মিম্বরের পরিবর্তন হয়েছে। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে খেজুরের গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। তারপর যখন মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন তিনি সিঁড়ির মিম্বর বানালেন। এ কাজটির প্রয়োজন এজন্যই ছিল, যাতে নিকট শ্রোতাদের মতো দূরের

শ্রোতারাও খুতবা শুনতে পান। এমতাবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পর মিম্বরের সিঁড়ির বর্ধনে বাধা কোথায়—যখন মসজিদ অত্যন্ত প্রশস্ত হবে এবং মুসল্লির সংখ্যাও বেড়ে যাবে; যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় হয়েছিল? তা ছাড়া এ বর্ধনের নিষেধমূলক বা হারামের কোনো দলিল তো নেই। এই কাজে দীনি, শরয়ি বা তাকওয়ার দিক থেকেও কোনো বাধা নেই। এই কাজের কিছু অংশ আমিরে মুআবিয়াও করেছেন। তিনি মিম্বরের সিঁড়ি পরিবর্ধন করেছেন। (এতে দোষের কী আছে?) কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি বলতে পারেন—এটা হলো ধর্মীয় জিন্দেগির পরিবর্তন?

'মাকসুরাহ' বা ছোট কক্ষ তৈরির বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক। আমিরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু দীনি জীবনব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এ পদক্ষেপ কখনো নেননি; বরং হঠাৎ করে আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ও সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে তিনি এ কাজ করেছেন; যখন খারেজিরা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু, আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাকে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছিল। আর তাদের (খারেজিদের) ষড়যন্ত্রেই তো আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন এবং আমিরে মুআবিয়া ও আমর ইবনুল আস ঘটনাচক্রে বেঁচে যান। এ ঘটনার পর তিনি নিজের নিরাপত্তাজনিত সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন বোধ করেন যে, সাধারণ মানুষের সাথে মিশে সালাতে দাঁড়ানো যাবে না; বরং এমন সংরক্ষিত অবস্থায় সালাত পড়তে হবে, যাতে তিনি অকস্মাৎ আক্রমণের শিকার না হন। ঐতিহাসিক ইবনু খালদুন স্পষ্ট ভাষায় এ কথা ব্যাখ্যা করেছেন।[১]

বাকি থাকল 'জুমুআর দ্বিতীয় খুতবা মুআবিয়া বসে দেওয়া' প্রসঙ্গ। আমরা এ কথা স্বীকার করছি যে, তিনি এ কাজ দ্বারা ইবাদতের প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু তিনি এ কাজ দীনের মধ্যে পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে করেননি; বরং তিনি একান্ত বাধ্য হয়েই কাজটি করেছেন, যখন তাঁর শরীরে গোশত ও মেদ বেড়ে গিয়েছিল এবং পেট চর্বিতে বড় হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে তিনি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না। ইমাম শাবি এ সম্পর্কে বলছেন,

أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ النَّاسَ قَاعِدًا مُعَاوِيَةُ، وَذَلِكَ حِينَ كَثُرَ شَحْمُهُ وَعَظُمَ بَطْنُهُ

'মুআবিয়াই প্রথম ব্যক্তি যিনি বসে বসে খুতবা দিয়েছেন। তিনি এ কাজ তখনই করেছেন, যখন তার শরীরে মেদ বা চর্বি বেড়ে গিয়েছিল এবং পেট বড় হয়ে গিয়েছিল।'[২]

[১] আল-মুকাদ্দামা লি ইবনু খালদুন: ২৯৯।
[২] ইমাম সুয়ুতি, তারিখুল খুলাফা: ১৪৩।

সমর্থনে হাদিস রচনার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। এতৎসত্ত্বেও সাহাবা ও তাবিয়িনগণ মারওয়ানের এ কাজের তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

ইমাম বুখারি *সহিহ বুখারিতে* আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন—

'তারা মুআবিয়ার নির্বাচিত মদিনার গভর্নর মারওয়ান কর্তৃক ইদের সালাতের পূর্বে খুতবা প্রদানের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর (মারওয়ানের) পরিধেয় জামা ধরে টানা-হেঁচড়া করেছেন। মারওয়ান টানাটানি করে তার জামা ছাড়িয়ে নিয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে আরম্ভ করেন। আবু সাইদ বলেন, আমি তাকে বললাম, "আল্লাহর কসম! তুমি (সুন্নাহ) পরিবর্তন করে দিয়েছ।" মারওয়ান বলল, "তুমি যা জানো, তার কাল শেষ।" আমি (আবু সাইদ) বললাম, "আল্লাহর কসম! যা (সুন্নাহ) আমি জানি, তা সেটা থেকে উত্তম, যা (তুমি করছ)। আমি জানি (অর্থাৎ তুমি যে কাজ করছ তা সুন্নাহের পরিপন্থী)।" মারওয়ান বলল, "জনসাধারণ সালাতের পর (খুতবা শোনার জন্য) বসে না।"'

ইমাম মুসলিম-ও এ অর্থে রেওয়ায়াত করেছেন, যা উপরোক্ত ঘটনাকে সমর্থন করে।

এই হলো প্রকৃত ঘটনা। বলুন, মারওয়ান নিজের কাজের বৈধতার জন্য কোথায় হাদিস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন? এমনইভাবে মুআবিয়ার বসে খুতবা প্রদান, মাকসুরাহ নির্মাণ, মিম্বরের সিঁড়ি বর্ধিতকরণের ব্যাপারে কোথায় হাদিস দ্বারা দলিল উল্লেখ করেছেন? এসব ঘটনা অবশ্যই ঘটেছে। আমরা তা অস্বীকার করছি না এবং এ নিয়ে বিরোধও করতে চাই না। তবে যে কথায় বা বিষয়ে আমাদের তীব্র মতবিরোধ, তা এই যে, গোল্ডজিহার কীভাবে তাদের (উমাইয়া খলিফাদের) বা বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ঘটিত কাজগুলোকে নিজের দাবির দলিল বানাচ্ছেন? কীভাবে তিনি বললেন: **'এরা (উমাইয়ারা) ধর্মীয় জীবনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিল এবং এ উদ্দেশ্যে তারা জাল হাদিসও রচনা করেছে?'** এটা তো প্রকৃত ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছু নয়। বস্তুত স্বয়ং প্রাচ্যবিদরাই অন্ধকারে হাত পা ছুড়ছে বা অন্ধকারে ঢিল মারছে। তারা একের পর এক নিজেদের মিথ্যা চিন্তা-ধারণাপ্রসূত ও অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা রচনা করছে। তারপর এর ওপর সততার সিলমোহর মারার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। অবশেষে নিজের বক্তব্যের পক্ষে একটি দলিল উল্লেখ করতেও সমর্থ হচ্ছে না।

তারপর উক্ত প্রাচ্যবিদ মিথ্যা দাবি করেছেন—**'কোনো সন্দেহ নেই, এমন কিছু হাদিস ছিল যা নিঃসন্দেহে উমাইয়াদের ভূমিকার অনুকূল ছিল। কিন্তু আব্বাসিরা ক্ষমতায় আসার পর সেগুলো অদৃশ্য বা বিলুপ্ত হয়ে যায়।'** অর্থাৎ গোল্ডজিহার

২. এ ধরনের একটি বক্তব্য ইয়াহইয়া ইবনু সাইদ আল-কাত্তান থেকে বর্ণিত আছে (যেমন ইমাম মুসলিম *সহিহ মুসলিমের* ভূমিকায় উদ্ধৃত করেছেন)।

৩. ইমাম ওয়াকি জিয়াদ ইবনু আবদুল্লাহ সম্পর্কে বলছেন, 'তিনি (জিয়াদ) ইলমে হাদিসে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাশালী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও বড় মিথ্যাবাদী ছিলেন।' [এ সম্পর্কিত আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে, সেখানে দেখেছেন ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ এসব মতামত অস্বীকার করেছেন।]

৪. ইয়াজিদ ইবনু হারুন বলছেন, 'তার সময়ে একজন ব্যতীত সকল মুহাদ্দিস মুদাল্লিস' (ধোঁকাবাজ) ছিলেন। এমনকি 'দুই সুফিয়ান' (সুফিয়ান ইবনু উয়ায়নাহ ও সুফিয়ান সাওরি)-কেও মুদাল্লিসদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।'

এসব উদ্ধৃতির জবাব নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. এ গ্রন্থের শুরুতেই আমরা জাল ও হাদিস জালকারীদের মুকাবিলায় আমাদের উলামায়ে কেরামের পদক্ষেপ, সীমাহীন কষ্ট ও চরম প্রচেষ্টা এবং সাধনার বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। উলামায়ে কেরাম সন্দেহযুক্ত রাবি এবং তাদের রেওয়ায়াতসমূহের ওপর তীক্ষ্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। তাদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন:

এক. কোন কোন রাবিদের হাদিস গ্রহণ করা হবে।

দুই. কোন কোন রাবির হাদিস গ্রহণ করা যাবে না। এবং

তিন. কোন কোন রাবির রেওয়ায়াত মুলতবি থাকবে।

(যুগান্তকারী এসব কাজ আমাদের মুহাদ্দিসগণের অমর কীর্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে যার কোনো নজির নেই।)

'জারাহ-তাদিল শাস্ত্রের আলিমগণ' হাদিস জালকারীদের কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে এক শ্রেণি হলো, অজ্ঞ মূর্খ আবিদ ও যাহিদ-এর দল। তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে বিশুদ্ধ নিয়তে দীনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সাওয়াবের কাজ মনে করে রাসুলের নামে হাদিস জাল করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

উলামায়ে হাদিস এদের কর্মধারা ও স্বরূপ পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন। যাতে মানুষ এ নেককার লোকদের কাজকর্ম (ইবাদত ও পরহেজগারি) দেখে ধোঁকায় না পড়ে এবং তাদের বর্ণিত হাদিসসমূহ নির্বিচারে বিশ্বাস না করে। এমন মূর্খ তাপসদের সম্পর্কেই ইমাম আবু আসিম আন-নাবিল রাহিমাহুল্লাহ উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন, যা উক্ত প্রাচ্যবিদ সকল মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক মিথ্যা হাদিস রচনার প্রমাণ হিসেবে

প্রতিষ্ঠিত হাদিসের ইমামদের বুঝানো হয়েছে যে, তাদেরকে মিথ্যাবাদীদের তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে? অথবা ইমাম মুসলিম কি এসব বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও হাফিজে হাদিসকে সালেহিনের তালিকা থেকে বের করে দিয়েছেন; ফলে ইমাম বুখারি, ইমাম আহমাদ, ইমাম আওজায়ি, ইমাম জুহরি ও স্বয়ং ইমাম মুসলিমও অসৎকর্মপরায়ণ (غير صالحين) সাব্যস্ত হয়ে যান?

২. সালিহিনদের ওপরে বর্ণিত ব্যাখ্যা ব্যতীত আরেকটি ব্যাখ্যা দেখুন, যা ইমাম শারানি *আল-উহুদুল কুবরা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার উস্তাদ শায়খুল ইসলাম জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন,

أكذب الناس الصالحون.

'সালিহিনরা সবচেয়ে মিথ্যাবাদী।'

এর কারণ এই যে: তাদের (সালিহিনের) অন্তরে শান্তির আধিক্য বিধায় তারা (সাধারণত) লোকদের ভালো মনে করেন থাকেন যে, রাসুলের ব্যাপারে কোনো মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না।

ইমাম শারানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'এ সালিহিন দ্বারা এমন সব আবিদ ও যাহিদকে বুঝানো হয়েছে, যারা আরবি ভাষা ও বালাগাত, ফাসাহাত সম্পর্কে মোটেই অভিজ্ঞ নন; সেহেতু তারা কালামে নবুওত (নবির বাণী) ও অ-নবির কথার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন না। অথচ হাদিসশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ও হাদিস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ পার্থক্য সহজেই নির্ণয় করতে পারেন। অর্থাৎ নবির বাণী ও গায়রে নবির কথা তাদের নিকট অস্পষ্ট থাকে না।'[৬]

৩. তারপর গোল্ডজিহার জিয়াদ ইবনু আবদুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম ওয়াকির উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, **'ইলমে হাদিসে জিয়াদের উচ্চ মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন।'** এতেও অসৎ প্রাচ্যবিদ কর্তৃক ইমামদের বক্তব্যের পরিবর্তনের আরেকটি নমুনা প্রকাশিত হলো। কারণ, ইমাম ওয়াকির মূল বক্তব্য ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় গ্রন্থ *আত-তারিখুল কাবির*'-এ উল্লেখ করেছেন। তা হলো—

وقال ابن عقبة السدرسى عن وكيع، هو (اى زياد بن عبد الله) اشرف من ان يكذب.

'ইবনু উকবাহ সাদুসি ইমাম ওয়াকি সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (জিয়াদ ইবনু আবদুল্লাহ) মিথ্যার অনেক ঊর্ধ্বে।'

[৬] কাওয়ায়িদুত তাহদিস লিল কাসেমি: ১৪৭।

১. যে হাদিসটিকে মুদাল্লিস রাবি বিভিন্ন অর্থ বুঝায় এমন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করল এবং প্রত্যক্ষ শ্রবণ ও সনদের পরম্পরা সঠিকভাবে প্রকাশ করল না, সেই হাদিসটি মুরসাল, মুনকাতি, মুদাল-এর হুকুম রাখে।

২. যে হাদিসটিতে শ্রবণের ও সনদের পরম্পরা বিস্তারিত প্রকাশ পায় এমন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে, যেমন سمعت (আমি শায়খ থেকে শুনেছি), حدثنا(শায়খ আমাদের বর্ণনা করেছেন), أخبرنا (শায়খ আমাদের জানিয়েছেন) বর্ণনা করেছে—তবে সে হাদিসটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য এবং দলিলরূপে গ্রহণীয়।

কেননা, রাবি বা বর্ণনাকারী স্বয়ং নির্ভরযোগ্য; কখনো তিনি মিথ্যা বলেন না এবং তিনি শ্রবণের কথা প্রকাশ করছেন (সুতরাং তার বর্ণনায় বিশ্বাস করা যায়)।

বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে এ ধরনের নির্ভরযোগ্য রাবির প্রচুর রেওয়ায়াত রয়েছে। যেমন—কাতাদা, আমাশ, সুফিয়ান সাওরি, সুফিয়ান ইবনু উয়ায়নাহ, হিশাম ইবনু বাশির প্রমুখ। তাদের (মুদাল্লিস রাবিদের) হাদিস এইজন্য গ্রহণযোগ্য যে, তাদলিস কখনো মিথ্যা নয়; বরং তা এক ধরনের ইঙ্গিত, যা এমন শব্দ থেকে সৃষ্টি হয়, যাতে শ্রবণের সম্ভাব্যতা পাওয়া যায়। এই হলো প্রথম প্রকারের 'তাদলিস'। শায়খ ইবনুস সালাহ তাদলিসের দ্বিতীয় প্রকারের বিষয়ে বলছেন: 'তা প্রথম প্রকারের চাইতেও হালকা; অর্থাৎ এতে দূষণীয় কিছু নেই।'

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, উভয় সুফিয়ান (ইবনু উয়ায়নাহ ও ইবনু সাওরি) এবং তাদের মতো হাদিসের ইমামগণের তাদলিস কখনো জারাহ ও সমালোচনাযোগ্য নয়। তাদের বর্ণিত হাদিসসমূহ সহিহ হাদিসগ্রন্থসমূহে নির্দ্বিধায় গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত। এমতাবস্থায় উক্ত প্রাচ্যবিদ কর্তৃক ইলমে হাদিসের একটি বিশেষ পরিভাষাকে পারিভাষিক অর্থে গ্রহণের পরিবর্তে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা এবং তা দ্বারা ইলমে হাদিসের অতি উচ্চ ও সম্মানিত ইমামদের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত প্রচারণা চালানো আর এই ফল গ্রহণ করা যে, **'মুত্তাকি উলামায়ে কেরাম-ও হাদিস জাল করতেন'**—অত্যন্ত ঘৃণিত ও জঘন্য মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ।

উক্ত প্রাচ্যবিদ উলামায়ে কেরামের বিষয়ে বিষোদ্‌গার করেছেন, তা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মাত্র একটি শহর কুফার উলামা ও মুহাদ্দিসদের সম্পর্কে হতে পারে। কারণ, হাকেম স্বীয় *মারিফাতু উলুমিল হাদিস* গ্রন্থে এ কথার প্রকাশ্য ব্যাখ্যা করেছেন যে,

১১. হাদিসের বাহ্যিক রূপ দেখে 'সহিহ' বলে স্বীকৃতি প্রদান

তারপর গোল্ডজিহার হাদিসে রাসুলের ওপর অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভ্রান্তিমূলক আক্রমণ করে বলছেন: **'হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতেই মুসলমানগণ অনুভব করল যে, হাদিসের বাহ্যিক রূপ (সনদ ও মতন) দেখেই "সহিহ" বলে স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত।** (অর্থাৎ কোনো হাদিসের বাহ্যিক সনদ ও মতনই বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট; যদিও অভ্যন্তরীণ দিকের বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হাদিসটি সহিহ বলে উত্তীর্ণ না হয়।) অথচ উত্তম সনদযুক্ত হাদিসের মধ্যে অনেক জাল হাদিস বিদ্যমান রয়েছে।'

গোল্ডজিহার বলেছেন, 'মুসলমানদের মধ্যে এ অনুভূতি আসার কারণ হলো এ হাদিসটি, যা বিপুলভাবে প্রচারিত:

سَيَكْثُرُ التَحْدِيثُ عَنِّي، فَمَنْ حَدَّثَكُمْ بِحَدِيثٍ فَطَبِّقُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا وَافَقَهُ فَهُوَ مِنِّي، قُلْتُهُ أَوْ لَمْ أَقُلْهُ

"(রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,) অনতিকালে তোমাদের নিকট আমার হাদিসের ব্যাপক প্রচার হবে। তখন যে ব্যক্তিই তোমাদের নিকট কোনো হাদিস বর্ণনা করবে, তোমরা সেই হাদিসকে কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেখবে। যে হাদিস কুরআনের অনুকূল হবে, তা-ই আমার হাদিস বলে মনে করবে; চাই আমি তা বলেছি বা বলিনি।"'

তারপর গোল্ডজিহার বলেছেন: 'হাদিস গ্রহণ করার উপরোক্ত নীতিটি জাল হাদিসের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের কিছুদিন পরে অস্তিত্ব লাভ করে।' অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, এ হাদিসটি জাল হাদিসের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার নিমিত্তেই বানানো হয়েছে।

দুদিক থেকে মুসলিম উলামার প্রতি মিথ্যা অপবাদ

এখানে উক্ত প্রাচ্যবিদ দুদিক থেকে মুসলিম উলামার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে।

প্রথম দিক

প্রথম মিথ্যা দাবি হলো, 'হাদিসের বিশুদ্ধতার স্বীকৃতির জন্য শুধু বাহ্যিক রূপই যথেষ্ট। অথচ মুহাদ্দিসগণ ভালো করেই জানেন যে, উত্তম সনদযুক্ত হাদিসের মধ্যে বহু জাল হাদিস রয়েছে।' আলিমগণের প্রতি এটি গোল্ডজিহারের প্রকাশ্য মিথ্যা অপবাদ। কারণ, উলামায়ে কেরাম নিঃসন্দেহে কখনো এ কথা বলেননি।

১৩. লিখিত সহিফাসমূহ

উল্লিখিত প্রাচ্যবিদ তার আলোচনা ও পর্যালোচনার সমাপ্তির পথে উলামায়ে কেরামের ওপর এ অপবাদ আরোপ করেছেন যে, **'উলামায়ে কেরাম নিজ নিজ ফিকহি মাসয়ালা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করার জন্য কেবল মুখস্থ রেওয়ায়াত বানানোর ওপরেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না; বরং লিখিত সহিফাও আবিষ্কার করেছেন। এসব সহিফা সম্পর্কে তাদের দাবি এই ছিল, এসব সহিফা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ (অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক লেখানো)।** এসব লিখিত সহিফা দ্বারা উক্ত প্রাচ্যবিদ জাকাতের পরিমাণ সম্পর্কিত সহিফা বুঝাতে চাচ্ছেন। এ সকল সহিফাকে জাল বা বানোয়াট প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তিনি এগুলোর ওপরও সমালোচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে জাকাত আদায় সম্পর্কিত বিস্তারিত নীতিমালা-সংবলিত কয়েকখানা সহিফাও রয়েছে।

তারপর গোল্ডজিহার মুসলমান কর্তৃক বিনাবাক্যে এমন সব দলিলপত্র গ্রহণের উদাহরণ সেসব লিখিত 'সন্ধিপত্র' দ্বারা দিতে চাচ্ছেন, যেগুলো উত্তর ও দক্ষিণ আরবের মধ্যকার সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধের সময় ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সেই সন্ধিপত্র যার রচনার সময়কাল তুব্বা ইবনু মাদিকারব-এর যুগ। আর মানুষ সেই সন্ধিপত্রটি এত পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছিল এবং সত্য বলে স্বীকার করেছিল। তা হলে কেন তারা হাদিসের সেসব সহিফাকে বিশুদ্ধ বলে মনে করবে না এবং সত্য বলে স্বীকার করবে না, যা সেই পুরাতন যুগের সন্ধিপত্রের চেয়েও নিকটবর্তীকালের?

নিঃসন্দেহে এটিও মুসলমান ও তাদের উলামায়ে কেরামের ওপর প্রাচ্যবিদের আরেকটি আজগুবি ও ভ্রান্তিমূলক আক্রমণ, যার কোনো ঐতিহাসিক সূত্র বা প্রমাণ নেই।

কারণ, প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে যেসব লিখিত প্রমাণ ও হাদিস (সহিফা) জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়েছিল, আমাদের হাদিসশাস্ত্র এবং জারাহ-তাদিল শাস্ত্রের আলিমগণ সেগুলোকে বিশুদ্ধতা যাচাই-বাছাই এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে বিনাবাক্যে মেনে নেননি। বরং আমাদের আলিমগণ সেসব সহিফার ওপর পূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ এবং আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন এবং তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিজ্ঞানের মৌলনীতির সঙ্গে পরখ করেছেন। যা আমরা ইতিপূর্বেও আলোচনা করেছি। আর এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতেই তারা ইবনু হাদবা, ইবনু দিনার, ইবনু আবিদ-দুনিয়া আল-আশাজ্জ প্রমুখের সহিফাকে জাল বলে সাব্যস্ত করেছেন।

ফিকহি মাসাইলের জন্য বিভিন্ন ধরনের হাদিস জাল করতেন, তারা কি এসব সহিফার আশ্রয় না নিয়ে জাকাতের বিস্তারিত বিবরণ ও পরিমাণ-সংবলিত কয়েকটি হাদিস জাল করতে অক্ষম ছিলেন?

কোনো একটি বিষয়ে বা মাসয়ালায় কয়েকটি হাদিস দলিল হিসেবে পাওয়া গেলে সেগুলোর মধ্যে একটি হাদিসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মতভেদ হলে তা কি এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এ মাসয়ালা সম্পর্কিত প্রত্যেকটি হাদিসই জাল, যার কোনো ভিত্তি নেই?

বিশুদ্ধ ও নির্ভুল সহিফাসমূহকে জাল বলে সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে উত্তর ও দক্ষিণ আরবের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের বিষয়টি এবং তুব্বা-এর সময়ে লিখিত সন্ধিপত্রটি আরবদের কর্তৃক গৃহীত হওয়ার বর্ণনা সত্যিই এ স্থলে চরম হাস্যকর, অতি আশ্চর্যজনক বিষয়!

হতে পারে, মানুষ বিভিন্ন বস্তুকে হালকা দৃষ্টিতে দেখে এবং বিশ্বাসও করে। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কিত বিষয়ে সেরূপ কখনো হয়নি। এখানে আসলেই তার চোখ-কান খুলে যায়। আলোচনা-পর্যালোচনা, সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মনোভাব শানিত হয়ে ওঠে। কোনো কিছুই সে যাচাই-বাছাই ব্যতীত গ্রহণ করতে চায় না। কেননা, এ হলো 'দীন' সম্পর্কিত বিষয়। কোনো ব্যক্তিরই উচিত নয়, 'আল্লাহর দীনকে শুধু ধারণা-কল্পনা ও প্রবৃত্তির পছন্দানুসারে গ্রহণ করা।' যাক, এ ছাড়াও যারা উত্তর ও দক্ষিণ আরবের পরস্পর দ্বন্দ্বের সাথে সম্পর্কিত সন্ধিপত্র গ্রহণ করেছিল, নিশ্চয়ই তারা উলামায়ে হাদিস ছিলেন না। সুতরাং এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে সমস্ত লিখিত হাদিস (সহিফা) জাল হওয়ার কী সম্পর্ক!

প্রকৃতপক্ষে এই ইহুদি প্রাচ্যবিদ গোল্ডজিহার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে চরম নির্লজ্জ ব্যক্তি। **যেমন প্রমাণিত হলো**—তিনি নিজের থেকে মিথ্যা, বানোয়াট কাহিনি রচনা করে এবং নিজের খেয়াল-খুশিমতো তাকে হৃদয়গ্রাহী করে সাজিয়ে তুলে প্রকৃত ঘটনাকে ভেঙেচুরে নিজের মন-মগজে একটি নকশা তৈরি করে নেন। তারপর এদিক-ওদিক থেকে ছিটেফোঁটা বস্তুকে সংগ্রহ করে মানুষের মন-মগজে তা ঢুকাতে চান যে, এই হলো দলিল-প্রমাণ। তিনি অকাট্য প্রমাণিত দলিলসমূহকে মিথ্যা বলতে আদৌ কোনো পরোয়া করেন না এবং বোধশক্তিকে সত্য উপলব্ধিকরণে প্রতারিত করেন।

অথবা তিনি এমন বস্তুকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন, যা কোনো অবস্থাতেই দলিলের উপযোগী নয়। তিনি এমন বিষয়কে অবলীলাক্রমে বিস্মৃত হয়ে যান, যা বস্তুত অকাট্য দলিল ও তার চিন্তাধারার বিপরীত।

জালকরণের ওপর বিরাট প্রভাব পড়েছিল। ফলে হাদিসের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তার সময়ে প্রচারিত ছয় লক্ষ হাদিসের মধ্যে লিপিবদ্ধ করার জন্য মাত্র আড়াই হাজার বিশুদ্ধ হাদিস নির্বাচিত করেন।'

তারপর তিনি হাদিস জালকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে আমরা অবশ্য এ গ্রন্থেই আলোচনা করেছি। তিনি বলেছেন:

'এ কারণে জনসাধারণ হাদিস থেকে বিমুখতা ও এত কঠোরতা অবলম্বন করেছিল যে, তারা কিতাব ও সুন্নাহর সাথে একান্ত সম্পর্কযুক্ত না হলে কোনো হাদিসই গ্রহণ করত না।' তিনি এ আলোচনার শেষভাগে অবশ্য জাল হাদিস প্রতিরোধে আমাদের আলিম সমাজের বিরাট ভূমিকার কথাও আলোচনা করেছেন। এ পর্যায়ে তিনি একটি অভিযোগ এনেছেন যে, তাঁরা (উলামায়ে হাদিস) সনদ পরীক্ষার জন্য যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তার দশ ভাগের এক ভাগও তারা মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গ্রহণ করেননি। তারপর তিনি অধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিদের কথা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম তিনি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম উল্লেখ করে বলেছেন:

'১. আবু হুরাইরা কখনো হাদিস লিখতেন না; বরং নিজের স্মৃতি থেকেই হাদিস বর্ণনা করতেন।

২. এবং আবু হুরাইরা এমন হাদিসও বিপুলভাবে বর্ণনা করতেন, যা তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি শোনেননি। এবং

৩. এ কারণে কোনো কোনো সাহাবি তার বর্ণিত হাদিসে সন্দেহ করতেন এবং তার বর্ণিত হাদিসের বিষয়ে কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন।'

তারপর অধ্যাপক সাহেব উক্ত অধ্যায়ের সমাপ্তিতে হাদিস সংকলনের ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করে, ইমাম বুখারি, মুসলিম ও সিহাহ সিত্তার অন্যান্য ইমামদের কথা উল্লেখ করে পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

একটি জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয়

এ হলো *ফাজরুল ইসলাম* গ্রন্থের ২৫৫ থেকে ২৭৪ পৃষ্ঠার আলোচনার সারকথা। তার আলোচনার ওপর বিশদ সমালোচনার পূর্বে আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই যে, মরহুম অধ্যাপক আহমাদ আমিনের সুন্নাহ সম্পর্কে এ দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজনপ্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। ঘটনাক্রমে মিসরের একজন বিপথগামী মুসলমান ইসমাইল আদহাম ১৩৫৩ হিজরি সনে **'সুন্নাহর ইতিহাস'** বিষয়ক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। সেখানে সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে—

এ বর্ণনাটি আমি স্বয়ং (গ্রন্থকার) ড. আলি হাসান আবদুল কাদের থেকে শুনেছি। এ বাস্তবতার নিরিখে যদি আমরা অধ্যাপক আহমাদ আমিনের পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে সমালোচনার কষ্টিপাথরে অত্যন্ত কঠোরভাবে যাচাই করি এবং সুন্নাহ ও হাদিস সম্পর্কে তার উত্থাপিত সন্দেহ ও সংশয় এবং ইসলামের স্বরূপের যে পরিবর্তন তিনি করেছেন তা জনসমক্ষে উন্মোচিত করে দিই, তাহলে আপনারা কখনো এ কথা মনে করবেন না যে, আমরা একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে দোষ খুঁজছি। অর্থাৎ আমরা নির্দোষ কোনো ব্যক্তিকে দোষী বানানোর জন্য তার পেছনে লাগছি না।

বরং আমরা এমন একজন দোষী, দাগি, অপরাধী লোক সম্পর্কে সত্যকে উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করছি, যিনি নিজেই সন্দেহ ও সন্দেহের আবর্তে নিপতিত এবং যার গায়ে বহু কলঙ্ক ও অপবাদের ছাপ আগেই পড়ে গেছে।

প্রিয় পাঠক! এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই *ফাজরুল ইসলাম* গ্রন্থের 'সুন্নাহ ও হাদিসের ইতিহাস' বিষয়ক আলোচনার ওপর আমাদের সমালোচনা পড়ার জন্য আমরা আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করছি।

(গ্রন্থকার ড. মুসতফা সিবাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,) এ সম্পর্কে আমি অধ্যাপক আহমাদ আমিন সাহেবের জীবদ্দশাতেই একটি সারগর্ভ আলোচনা ও সমালোচনা প্রকাশ করেছি। এ সম্পর্কে তিনি জেনেছেন এবং স্বীকারও করেছেন যে, এটিই তার *ফাজরুল ইসলাম* গ্রন্থের ওপর সর্বপ্রথম জ্ঞানগর্ভ ইলমি সমালোচনা।

জাল হাদিসের সূত্রপাত কি রাসুলের যুগেই হয়েছিল?

সন্দেহ

অধ্যাপক আহমাদ আমিন *ফাজরুল ইসলাম* গ্রন্থের ২৫৮ পৃষ্ঠায় জাল হাদিসের সূত্রপাত সম্পর্কে লিখেছেন: 'জাল হাদিসের সূত্রপাত সম্ভবত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই হয়েছিল। কারণ হাদিসে আছে—

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

> "যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলল, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল।"[৯]

[৯] সহিহ বুখারি: ১২৯১; সুনানু আবি দাউদ: ৩৬৫১; সহিহ মুসলিম: ৩; মুসনাদু আহমাদ: ৫৮৪; মুসান্নাফু ইবনু আবি শায়বা: ২৬৭৬৭; সুনানু ইবনি মাজাহ: ৩০; সুনানুত তিরমিজি: ২৬৫৯; সুনানুদ দারেমি: ২৪৩; ইমাম বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা: ৭২৫১।